দৈনিক ইত্তেফাক 015
তারিখ 14 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
ঢাকা : শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩...

খেলার মাঠে

জিরানীর ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

॥ জিয়াউল হক ॥

...জিরানী থেকে একবার ঘুরে ...ার প্রথম ইচ্ছা পোষণ ছিলাম প্রায় দেড় দু'বছর ...গ। তখন বেশ বলাবলি ..., জিরানীতে একশত একর অধিগ্রহণ করে সেখানে ...ত হচ্ছে দেশের প্রথম ...ীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ব্যয় প্রায় শত কোটি টাকা। ... বিনিময়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ...ন থেকে প্রতি বছর বেরিয়ে ...বে উঁচু মানের ফুটবলার, খেলোয়াড়, ক্রিকেটার ও ...লেট। তাদের পদচারণায় ...ার ক্রীড়াংগন মুখর হয়ে ...ব। খেলাধুলার মানের যে ...ান হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা ...ুচবে। দেশ ও বিদেশের ...র্জাতিক প্রতিযোগিতায় অস...ম্মানজনক ভাবে হেরে যাওয়ার ...আর আমাদের সইতে হবে ...বস্তুতঃ এই স্বপ্নটা হৃদয়ে ...করে জিরানীর ক্রীড়া কম...দেখার ইচ্ছা পোষণ করে...ম।

...জিরানী ঢাকা থেকে তেমন ... নয় : মাত্র ৪০ কিলোমি... । ঢাকা-আরিচা ও ঢাকা-...াইল মহাসড়কের সংযোগ ...কর পাশেই। যেতে সময় ...া বড় জোর একঘন্টা। তবু ...া হয়নি অনেকটা আল...র জন্য। এবার সে সুযোগটা ... গেল অতিসহজে। বাংলা... ক্রীড়া লেখক সমিতির ...পতি জনাব এম, এ, রশিদ, ...ালের কৃতী ফুটবলার। ...জিরানীর ক্রীড়া কমপ্লেক্সের ...লক। বলতে গেলে তাঁরই ...ধানে এখন চলছে কমপ্লে...নির্মাণ ও পরিচালনার ...। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক ...র বার্ষিক অধিবেশন ছিল ২৬শে ডিসেম্বর। রশিদ ...বই প্রস্তাব দিলেন এই অধি...টি জিরানীতে করার জন্য। ...নে অধিবেশনের উপযোগী ... একটি হলও আছে। ...া এই সুযোগে ঢাকা এবং ...দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ... ক্রীড়া লেখকদের দেশের প্রথম ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সম্পর্কে ধারণা নেয়ার সুযোগ হবে। সমিতির বার্ষিক অধিবেশন এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স দেখা—রথ দেখা আর কলা বেচা। সুতরাং কার্যকরী কমিটির প্রায় সবাই আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলাম।

২৬শে ডিসেম্বর সকাল ন'টায় আমরা উপস্থিত হলাম ষ্টেডিয়াম‍স্থ ক্রীড়া লেখক সমিতির কার্যালয়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য। একটি বাস ও গাড়ীতে করে আমরা প্রায় ৭০/৭৫ জন রওয়ানা হলাম সাভারের পথে জিরানীর উদ্দেশ্যে। কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম জিরানীতে। বাসটা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে প্রবেশ করতেই দেখি, রশিদ সাহেব, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, কোচ ও অন্যরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ত্রিতল সুদৃশ্য প্রশাসনিক ভবনের বিরাট অভ্যর্থনা কক্ষে। কক্ষের একপাশে—কাঁচে ঘেরা বড় এক টেবিলের উপর কমপ্লেক্সের পুরো মডেলটি বসানো। আমরা সবাই খুঁটে খুঁটে দেখার চেষ্টা করলাম। তবে কমপ্লেক্সটি ভালো করে বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সাহেব। মডেলের ম্যাপটি দাঁড় করিয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে সবকিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে গেলেন। কখন কমপ্লেক্সের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, কোথায় কোন ভবন হবে বা হচ্ছে, কোথায় খেলার মাঠ, সুইমিংপুল হবে, কোথায় হচ্ছে ছাত্রদের আবাসগৃহ, নির্মাণ ব্যয় কত হবে এবং কত পর্যায়ে-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কমপ্লেক্সটি সম্পর্কে ধারণা নেয়ার সাথে সাথে আমরা চা পানের ব্যাপারটিও সেরে ফেললাম।

সংলগ্ন কনফারেন্স রুমে আমরা মূল অধিবেশনে মিলিত হলাম। এখানে বলা ভালো, সমিতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রবর্তনের বিষয়টি। দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে এ ব্যাপারে একটি স্মারক প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। এ কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শেষ করতে কত বছর ব্যয় হবে তা এখনো বলা যায় না। তবে ১৯৮০ সালে এর নির্মাণ-ব্যয় ধরা হয়েছিল ৮৪ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি টাকা। এ পর্যায় শেষ হয়েছে। নির্মিত হয়েছে ত্রিতল প্রশাসনিক ভবন, জিমনেসিয়াম, ত্রিতল একটি হোষ্টেল (বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য)। এখন সেখানে প্রথম ব্যাচের ৩০+৩০=৬০ জন হকি ও ফুটবলের প্রশিক্ষণার্থী থাকে। ষ্টাফদের জন্য সম্ভবতঃ চারতলা বিশিষ্ট চারটি আবাসিক ভবন, কয়েকটি টিনের পাকা ভবন। আর ছাত্রদের থাকার জন্য নির্মাণ কাজ চলছে একটি সুদৃশ্য বড় ভবনের। দ্বিতল পর্যায়ে ব্যয় হবে ২০ কোটি টাকা।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আমাদের সমিতির বেশ কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁদের কেউ পেশায় প্রকৌশলী, কেউ এককালীন কৃতী খেলোয়াড় এবং বর্তমানে জাতীয় কোচ আবার কেউ কেউ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় কোচ বা দর্শক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এরূপ একজন প্রকৌশলী এবং একজন কোচ জিমনেসিয়াম ঘুরে-ফিরে দেখে তার নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিলেন।

দেখলাম, প্রশাসনিক ভবনের ওপরের দু'তলায় অনেকগুলো শ্রেণী কক্ষ। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হয়। ছাত্র সংখ্যা কম বলে বহু কক্ষই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ছাত্ররা থাকে পিছনের হোষ্টেল ভবনের দু'টো ফ্লোরে। একটায় ফুটবল, অন্যটায় হকির ছাত্ররা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, প্রথমদিকে এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ক্যাডেট কলেজের আদলে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সপ্তম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সাধারণ পড়াশুনা চলবে। তার সাথে চলবে ক্রীড়াবিষয়ক শিক্ষা। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, সুইমিংসহ ১৩টি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। আলাপ করে জানা গেল, এ অবস্থায় ছাত্রদের খেলোয়াড় তৈরীর চেয়ে একজন সফল ক্যাডেট হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশী, যা এই কমপ্লেক্স নির্মাণ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই সম্প্রতি ক্রমান্বয়ে খেলা বা ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ওপরই অধিকতর জোর আরোপ করা হয়েছে। ফলও ফলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

বিকাল চারটার মধ্যে অধিবেশন শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই চলে গেলাম মাঠে। বিস্তৃত খোলা মাঠ। পাশাপাশি খেলা হচ্ছে ফুটবল ও হকি। আধুনিক কলাকৌশলে ক্লাস সেভেনে পড়া এই ১২।১৩ বছরের কিশোররা খেলার চেষ্টা করছে। যখনই প্রয়োজন হচ্ছে কোচ বাঁশী বাজিয়ে খেলা বন্ধ করে শুধরে দিচ্ছেন খেলোয়াড়দের ভুল-ত্রুটি। দিচ্ছেন পরামর্শ। ফুটবলের কয়েকজন কিশোরের খেলা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। একজন জাতীয় মান কোচ এদের সম্পর্কে খুবই উচ্চাশা ব্যক্ত করলেন।

খেলা শেষে আমরা দলগত এবং বিচ্ছিন্নভাবে এদের সাথে আলাপ করলাম। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এরা এসেছে। অবাক লাগলো, ছুটিতে এরা কেউ বাড়ী যেতে চায় না, এরা চায় খেলতে। পড়াশুনাটা কারো কারো কাছে কষ্টকর বলে অনুভূত হয় তা... জানা...

জিত... এদের... জানালে... ও হকি... পড়তে... তেমন...

ও... হেলথ... ক্ষণিক... সকালে... হাত-মু... তারা ম... ওয়ার্মআ... পর ফি... জেলী, চ... এরপর... নাস্তা।... সন্ধ্যায়... তারপর... সাড়ে দ... ঘরে আ...

আলা... চারজন... ও হকি... নিয়েছে... লেন, প্র... বিদেশে... এদের... প্রশিক্ষণ... হতে পা... ভালো... জনীয়তা...

পরি... রশীদের... আলাপ... হলো, তি... উন্নতমা... প্রতিষ্ঠান... চান। তাঁ... প্রস্তাব রে... ভাতা দি... সম্পন্ন ক্রী... থেকে প... সার্বক্ষণিক... আমার ধ... (যাদের... বিজয় অ... অপেক্ষা... নিক সম্ব... কিশোর ব... জন্য অধি... উপজেলা... খেলোয়াড়... পর্যায়ক্রমে... সার্বক্ষণিক... করা। এর... দিয়ে কোচি... নেওয়া।... মাঝে মাঝে... করা যেতে... বিশ্বাস,... মফস্বলের... কোচদের... নেয়া হলে ব... দেশের খেল... পরিবর্তিত হ...

ভ...
"ক্লা... দিন পরী... ডেন্টালে... দিতেছেন... ছাত্র। শু... —বা... ৩২৫৫১...
অভিজ্ঞ... পৃথিবর লি... ঢাকা ১১... ২৫৮২৫...
আধ... ইন্টারমি... পড়ানো... মাষ্টারডি... শুক। ই... প্রশাসন... আকর্ষণী... টের... ১৬-২-৮... ১১—৩... অনুরোধ... যোগ : ... ঢাকা।...
আব... মীরপুর... ডাকঘর... জন্য স... (যোগাও... স্তিক বে... ক্ষণপ্রাপ্ত... একজন,... পারদর্শী... একজন,... পত্রে দ... একজন,... মেকানি... জন শিক্ষ... পদের... সরকারী... প্রকাশে... পত্র স... কপি... পৌঁছা...
আ... সুপ্রতি... ইলেকট্রি... বৎসরের... ১ জন... সহকারি... তার স... নিজহস্তে... বক্স নং... ঢাকা।...
রং... ঔষধ... বাজার... হাজার... নিম্নলি... কমিশ... কপি...
আগামী... নিম্নঠিক... উপজি... শঠিবা...